দৈনিক ইনকিলাব ৫
তারিখ 02 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৫

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ সোমবার, ১৯ মাঘ, ১৩৯৩

নবীন বিজ্ঞানীদের জন্য—

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে যে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে— বাস্তব জীবনে তা পুরাপুরি কাজে লাগানোর জন্যই বিজ্ঞান চর্চা অপরিহার্য। এ বিষয়টি শিল্পোন্নত ধনী বিশ্বে যে পরিমাণ গুরুত্ব পাচ্ছে, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে সে পরিমাণ গুরুত্ব পাচ্ছে না। এ কারণেই মূলতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আজ প্রযুক্তি সংকটের কঠিন প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিজ্ঞান পঠন-পাঠন ও চর্চার প্রতি উদাসীনতা ও অব্যবস্থার দরুনই আধুনিক প্রযুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের পিছিয়ে রাখছে। যত স্বল্প পরিসরেই হোক, যত ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতেই হোক— বিজ্ঞান চর্চা শুরু হলে পরবর্তী পর্যায়ের চর্চার পরিবেশ গড়ে তোলা যায়। বিজ্ঞান-মনস্ক পরিবেশ তৈরী করা গেলে, তা থেকে দক্ষ কারিগর, প্রযুক্তিকর্মী, বিজ্ঞানী বেরিয়ে আসতে পারেন। একই সাথে নিজস্ব সম্পদ-শক্তি ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে লাগসই প্রযুক্তিকলার উদ্ভাবনও সহজ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার এ পরিবেশ আজো গড়ে ওঠেনি। আজো বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন বা চর্চাকে সুষ্ঠু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতের নাগরিক আজকের শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানমনা করে তোলার কোনো সচেতন ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়নি। এ দেশে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চা বলা যায়, অতি উচ্চপর্যায়ে ক্ষুদ্রতম গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এর ফলে বিজ্ঞান চর্চার সৃজনশীল পরিবেশ তৈরী হচ্ছে না। মূলতঃ এ কারণেই অনেক প্রতিভাবান শিশু-কিশোর ভবিষ্যতের দক্ষ কারিগর, প্রযুক্তিকর্মী ও বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এর ফলে, আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার সুযোগ-সুবিধাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সম্ভাবনাও ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বিজ্ঞান চর্চা সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকার দরুন— যেটুকু আয়োজন সম্ভব হয়েছে— তার সদ্ব্যবহারও সম্ভব হচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে দশম জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উদ্বোধন করতে গিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট জাস্টিস এ, কে, এম. নূরুল ইসলাম দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিশু-কিশোরদের ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানমনা করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দশম জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উদ্বোধন করতে গিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন তার তাৎপর্য সংশ্লিষ্ট মহল যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন— এটা আমরা আশা করতে পারি। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যথাসময়ে যথা কাজটি করতে না পারার দরুনই জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু, এখনো যদি আমরা সচেতন না হই; তাহলে, আমাদের ভবিষ্যত নাগরিকদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এবং আকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নও পিছিয়ে যাবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট যথার্থই বলেছেন, আমাদের প্রাণচঞ্চল নবীন বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের অনুশীলন করবে— এ আমাদের একান্ত প্রত্যাশা। এর ফলে একদিকে তাদের মেধা শক্তির যেমন পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়, তেমনি অপরদিকে, এ প্রক্রিয়া তাদের ধীরে ধীরে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করবে। এ প্রত্যাশা পূরণের জন্যই শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে, স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান চর্চা যাতে সৃজনশীল পথে অগ্রসর হতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ আজ অপরিহার্য।